যুগান্তর

তারিখ 05 MAR 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বাউবির বর্তমান ও সাবেক চার ভিসির বিরুদ্ধে মামলা

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক ৪ ভিসিসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ। তার লেখা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পৌরনীতি গ্রন্থে ইতিহাস বিকৃতি ঘটানোর দায়ে এ মামলা করা হয়েছে। মামলা নম্বর সিআর ৯৩/২০১২। রোববার ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিম আদালতে মামলার পর আসামিদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়। রোববার বিকালে প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ তার দফতরে সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

অভিযোগ ইতিহাস বিকৃতির

মামলার আসামিরা হলেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক এরশাদুল বারী, সাবেক ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক ড. ফরিদ আহমেদ, সাবেক ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক রুহুল আমীন আকন্দ, বর্তমান ভিসি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশিদ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ড. মজনু আলী, সাবেক ডিন ড. আনসারুজ্জামান, ড. আরশাদ আলী মজুমদার, মো. আবদুর রহিম, কামাল উদ্দিন ও মো. কুতুবউদ্দিন। ভিসিদের বাইরে বাকি ৬ জন এই গ্রন্থটির পরিমার্জন, প্রকাশ ইত্যাদি কাজে জড়িত। অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ জানান, তার এ মামলায় ৫ জনকে সাক্ষী করা হয়েছে। তারা হলেন বইটির সহ লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এম অহিদুজ্জামান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ড. সাব্বির আহমেদ। বাদী জানান, তার মূল বই থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ঘোষণা, ৭ মার্চের ভাষণ, অসহযোগ আন্দোলন, মুজিব নগর সরকার এবং এসবের সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পর্ক, বুদ্ধিজীবী হত্যা ইত্যাদির [illegible] হয়েছে, আর এসব করা হয়েছে তাকে না জানিয়েই। এ কারণে একদিকে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে, অন্যদিকে বইটি বাজেয়াপ্ত করার আগে লাখ লাখ শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত হয়েছেন। ২০০০ সালে প্রথম প্রকাশের পর ২০০২, ২০০৫ ও ২০০৯ সালে মোট তিন বার পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণ হয়। এর মধ্যে সর্বশেষ সংস্করণকালে অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশিদ দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে ইতিহাস বিকৃতির তথ্য জানার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমরা চিঠি দেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং চিঠি দিয়ে সঠিক ইতিহাস সংবলিত লেখা চেয়েছিলেন। এর ভিত্তিতে একটি রিট পার্ট প্রকাশিত হয় যা বিতরণ করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, তার লেখাগুলো না জানিয়ে এভাবে পরিবর্তন করা অসততা, দুর্বৃত্তায়ন, ইতিহাস ডাকাতি ও প্রতারণা। বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু হতে পারে। এদিকে ইতিহাস বিকৃতির ঘটনায় আরও একটি মামলা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। ওই মামলায় অবশ্য অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ, সহ লেখক অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশিদসহ অন্যরা আসামি। ওই মামলার আর শুনানি হয়েছে বলে জানা গেছে।

৩৬টি খাতা হারানো : এদিকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৯ সালের বিএসএস তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার ইতিহাস ও পৌরনীতি বিষয়ের ৩৬টি খাতা খোয়া গেছে। এর মধ্যে ২৩টি পৌরনীতির ও ১৩টি ইতিহাসের বলে সূত্র জানিয়েছে। গত বছরের অক্টোবরে এই সেমিস্টারের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। এই ফলে অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা তাদের ফল চ্যালেঞ্জ করলে এই ৩৬ জনের খাতার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি এ নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি বিষয়টি একাডেমিক কাউন্সিলের অধিবেশনে উত্থাপনের সুপারিশ করেন।